তারিখ 0-7 JUN 1987 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম ... 1 ... ...

২৩ মে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

এদের পুরস্কৃত করুন

গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তিনজন ছিনতাইকারী ছাত্রদের হাতে আটক হয়। পরে তাদের পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। খবরে প্রকাশ, বিকেল চারটের দিকে যাত্রীবাহী একটি বেবিট্যাক্সি বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের সামনে যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য থেমে যায়। সেই সুযোগে পাঁচ-ছয়জন যুবকের একটি সশস্ত্র দল বেবিট্যাক্সির দুই মহিলা যাত্রীর কাছ থেকে অস্ত্রের মুখে মূল্যবান স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নিয়ে সূর্যসেন হলের দিকে সটকে পড়ে। যাত্রীদের চিৎকারে আশপাশ থেকে তরুণ ছাত্ররা ছুটে আসেন এবং ছিনতাইকারীদের ধাওয়া করে বমাল তিনজনকে ধরে ফেলতে সমর্থ হন।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনা নতুন নয়। বহুদিন থেকে এই এলাকাটি একটি ক্রাইম পয়েন্টরূপে পরিচিত। আজ পর্যন্ত অনেক রিকশা ও বেবিট্যাক্সি যাত্রী এবং পথচারী এই এলাকায় ছিনতাইকারীদের খপ্পরে পড়ে সবর্স্ব হারিয়েছেন। ফলে, রাতে তো বটেই, দিনের বেলাতেও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দিয়ে যাতায়াত করা নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ বলে জনসাধারণ মনে করেন না। বলা বাহুল্য বিশ্ববিদ্যায় এলাকার এই অবস্থা কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকবান মানুষের কখনোই কাম্য হতে পারে না। এতে প্রকারান্তরে ছাত্রদেরই সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ পরিস্থিতিতে গত বৃহস্পতিবার ছিনতাইকারীদের আটক করার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্ররা যে কৃতিত্ব, সহযোগিতা ও স্বেচ্ছাসেবার মনোভাব প্রদর্শন করেছেন তা নিঃসন্দেহে অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে। তারা তাৎক্ষণিকভাবে দুর্বৃত্তদের পিছনে ধাওয়া করে তিনজনকে আটক করে এক অসামান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। লেখাপড়া করা ছাত্রদের প্রধান কর্তব্য হলেও প্রয়োজনের সময় জনসাধারণের সাহায্যেও যে তাদের নির্ভীক ও নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে আসা দরকার তা আরো একবার আমাদের ছাত্র সমাজ প্রমাণ করলেন। এতে গর্বে ও আনন্দে আমাদের বুক ভরে গেছে। আমরা সামনে এক উজ্জ্বল ভবিষৎ দেখতে পাচ্ছি। যে ভবিষৎকালে দেশের সকল ব্যাপারে নেতৃত্ব দেবেন আজকের ছাত্ররা।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দুর্বৃত্ত দমনে এর আগেও ছাত্রদের সক্রিয় ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করেছি। সেজন্য পূর্বেও আমরা তাদের মোবারকবাদ জানিয়েছি। তাদের এই সমাজ সেবামূলক মনোভাব বৃহত্তর ছাত্র সমাজের জন্য অনুকরণীয় বলেই আমরা বিশ্বাস করি। লেখাপড়ার পাশাপাশি তারা যদি এভাবে দেশের মানুষের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন, যদি দেশবাসীকে প্রাত্যহিক জীবনের গ্লানি, বিপদ ও শংকা থেকে মুক্ত করার কাজে নিঃসংকোচে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন তাহলে অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আমরা একটি শ্রী ও সমৃদ্ধশালী জাতি হিসেবে বিশ্বসভায় সগর্বে শির উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবো।

আমরা মনে করি, যেসব ছাত্র আলোচ্য ঘটনার তিন ছিনতাইকারীকে আটক করেছেন তাদের কৃতিত্বকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে আমরা বলতে চাই যে, এই ছাত্রদের পুরস্কৃত করা হোক। এ পুরস্কার তাদের মানোবল আরো দৃঢ় করবে, তারা সমাজের অন্যায়, অবিচার, অনাচার, অপরাধ ও কলুষ দূর করার ক্ষেত্রে নতুনভাবে অনুপ্রেরণা পাবেন এবং অন্যকেও এই শুভকর্মে অনুপ্রাণিত করার সুযোগ পাবেন।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সব সময়ই লক্ষ্য করা গেছে যে, মারামারি, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধজনক কার্যকলাপের সঙ্গে যারা যুক্ত থাকে তাদের বেশীর ভাগই তরুণ। তারুণ্যের উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনাকে যখন তারা সুপথে পরিচালিত করার সুযোগ পায় না তখনই বিপথগামী হয়ে পড়ে। অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এই বিপথগামী তরুণদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ছাত্রও আছে। এ অবস্থায় ছাত্ররা যদি এভাবে এদের দমনে উৎসাহিত হন তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তা বেশী ফলপ্রসূ হবে। এ কারণেও আলোচ্য ঘটনার বীর ছাত্রদের কৃতিত্ব উলেলখজনক। আমরা আশা করবো, আমাদের ছাত্র সমাজ সব সময়ই তাদের এই গৌরবজনক ভূমিকা অক্ষুণ্ণ রাখবেন এবং জাতিকে একটি সুস্থ ও অপরাধমুক্ত পরিবেশ উপহার দেবেন। তাদের এই অবদানের কথা জাতির ইতিহাসে অবশ্যই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।